জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৭৩

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-১১

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগ, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী, নির্বাচনের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ ও জাল ভোট প্রদান রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বৈঠকে যোগদানের জন্য আহবান জানাতে হবে এবং বৈঠকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের আলোকে তাদের করণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ও নির্বাচনি আইন বিধিমালা অনুসরণ ও প্রতিপালন নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী যথাসময়ে দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং নির্বাচনে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ, ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদির ব্যবহার রোধকল্পে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে আলোকপাত করবেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রস্তুতকৃত ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা গেজেটে প্রকাশের পর পরিপত্র-৬ এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের কেন্দ্রভিত্তিক নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। **নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২১ এর দফা (১) অনুসারে একজন প্রার্থী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তার নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তবে তাকে নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। উক্ত নোটিশে নির্বাচনি এজেন্টের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। নির্বাচনি এজেন্টের নিয়োগপত্র প্রার্থী যে কোন সময়ে লিখিতভাবে বাতিল অথবা প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং তদস্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করতে পারবেন। যদি কোন নির্বাচনি এজেন্টের মৃত্যু হয় তা হলেও তদস্থলে প্রার্থী অন্য একজনকে নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তবে উক্ত ব্যক্তিকেও জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করবেন না, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট বলে আইনগতভাবে গণ্য হবেন।

৩। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগ**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২২ এর দফা (১) বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। উল্লিখিত এজেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ তাকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসারকে কোন পোলিং এজেন্টকে গ্রহণ করবেন না যদি না তিনি তাকে নিযুক্তকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত তার নাম ও যে প্রার্থীর জন্য তিনি পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হন তার নাম সম্বলিত একটি পরিচয়পত্র দেখান। একটি ভোটকক্ষের জন্য একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

৪। **নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৮, ২৯, ৩১, ৩৩ ও ৩৬ অনুচ্ছেদে যথাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের ভোটগ্রহণের শুরু হতে ভোটকক্ষে ব্যালট বাক্সের ব্যবহার পদ্ধতি, ভোটকেন্দ্রে অবস্থান, ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃত ভোটারদের সনাক্তকরণ, কোন কোন ভোটারের ভোটদানে আপত্তি উত্থাপন, ভোটগণনাসহ ফলাফলের বিবরণী ও অন্যান্য প্যাকেট প্রস্তুত, উক্ত বিবরণী ও প্যাকেটে স্বাক্ষর দান, বিধি মোতাবেক কেন্দ্র হতে ভোটগণনার বিবরণী সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ সংক্রান্ত তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা গুরত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন বর্ণিত রিটার্নিং অফিসার

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং উপস্থিতকালে তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে তাদের করণীয় ও অনুসরণীয় বিধানাবলী বিশেষ করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১১) ও (১৩) এর বিধান প্রিজাইডিং অফিসারগণকে অবহিত করা একান্ত আবশ্যক। অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১১) এর বিধান মতে যদি কোন নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট **ভোট গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাবের সত্যায়িত অনুলিপির** জন্য আবেদন করেন তবে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনি/পোলিং এজেন্টকে সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করবেন এবং এই অনুলিপি প্রাপ্তির রশিদ/প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবেন। যদি নির্বাচনি/পোলিং এজেন্ট **প্রাপ্তি রশিদ প্রদান/প্রাপ্তি স্বীকার করতে অস্বীকার করেন, তবে উহা লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে**। অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১৩) এর বিধান মতে নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোটগণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিটি বিবরণী ও প্যাকেটের উপর তাদের স্বাক্ষর নিবেন এবং নির্বাচনি/পোলিং এজেন্টগণ স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে প্রিজাইডিং অফিসার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। উল্লেখ্য যে, ভোটগ্রহণের সময় প্রত্যেক প্রার্থী প্রতি ভোটকক্ষে একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারলেও ভোটগণনার সময় কাজের সুবিধার্থে একজন পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য প্রস্তুতকৃত নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অবহিত করতে হবে (পরিশিষ্ট-কঃ নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী)।

৫। **নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের অনুপস্থিতি:** নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কোন কাজ রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। বিশেষ করে ভোটগণনা এবং নির্বাচনি ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রার্থী অথবা তাদের এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনি এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট ভোটগণনার সময় অথবা ফলাফল একত্রীকরণের সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত প্রক্রিয়ায় কোন এজেন্ট নিয়োজিত না করেন, তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির কথা লিখিতভাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে। স্মর্তব্য যে, আদেশের অনুচ্ছেদ ২৩ এর বিধান অনুসারে যদি কোন প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের সময় এতদুদ্দেশ্যে ধার্যকৃত সময় এবং স্থানে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের অনুপস্থিতি উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বৈধভাবে সম্পাদিত ঐ সকল কাজ আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, আইন অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য অর্পিত কতিপয় নির্বাচনি কার্যাদি সম্পাদনের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনি এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হলে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাদি বৈধভাবে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা পোলিং এজেন্টকে প্রার্থীর স্বার্থেই বিধিসম্মতভাবে উপস্থিত থেকে উল্লিখিত নির্বাচনি কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৬। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪খখ অনুসারে প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্টকে অথবা এজেন্ট নিয়োগ করা না হলে প্রার্থী কর্তৃক নিজে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য (ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত) তফসিলি ব্যাংকে পৃথক একাউন্ট প্রয়োজন হবে। উক্তরূপ ব্যাংক একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৭। **নির্বাচনি ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস ও বিবরণী দাখিল:** নির্বাচনি ব্যয় বিবরণীর বিষয়ে ইতোমধ্যে জারিকৃত পরিপত্র-৪ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবুও এ সম্পর্কে সচেতন থাকার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রার্থীগণকে বার বার স্মারণ করে দিতে হবে। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এবং প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা ও তার বাৎসরিক আয়-ব্যয়

বিবরণী ফরম-২১ এ দাখিল করার বিধান রয়েছে। বিধিমালার ৩০ বিধি অনুসারে ফরম-২২ এ নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করবেন।

৮। **নির্বাচনি ব্যয়ের বিষয়বস্তু:** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবে:

(ক) প্রত্যেক দিন ব্যয়িত অর্থের বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সকল বিল, রসিদ ও ভাউচারসমূহ;

(খ) আদেশের অনুচ্ছেদ ৪৪খখ এর দফা (ক) তে বর্ণিত তফসিলি ব্যাংকে খোলা একাউন্টে জমাকৃত অর্থ এবং উক্ত একাউন্ট হতে উত্তোলিত অর্থের প্রত্যয়িত বিবরণী;

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক ব্যক্তিগত খরচ, যদি থাকে;

(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল বিতর্কিত দাবীর বিবরণী;

(ঙ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল অপরিশোধিত দাবীর একটি বিবরণী;

(চ) নির্বাচনি খরচের জন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে বিবরণী।

৯। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪গ এর দফা (১) এর বিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার **৩০(ত্রিশ) দিনের** মধ্যে প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্টকে (যিনি নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করেননি, তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে গণ্য হবেন) ফরম-২২-এ এফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে। রিটার্নের সাথে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৩১ অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ফরম-২২ক (যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২খ (নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করা হলে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২গ (নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা) এর নমুনায় হলফনামা দাখিল করতে হবে। রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত রিটার্ন ও এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও পাঠাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, **সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অর্থাৎ নির্বাচনে বিজয়ী/পরাজিত সকল প্রার্থীকে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করতে হবে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন অবশ্যই দাখিল করতে হবে। এমনকি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনে কোন ব্যয় না হলেও তা নির্ধারিত ফরমে উল্লেখপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।**

১০। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান অবহিতকরণ:** রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেবেন। তারপরও যদি কেউ উক্ত বিধান লংঘন করেন তা হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে ক্ষেত্রে নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচনি মামলা দায়ের হবে না, সেক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দিন হতে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে এবং যে নির্বাচনে অপরাধ সংঘটিত হবে যদি ঐ নির্বাচন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারাধীন থাকে এবং হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ দান করেন তবে আদেশ দানের তিন মাসের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা দায়েরের জন্য নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই। ফলে এ বিষয়ে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর বিভিন্নভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অবহিত করে ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১১। **নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ঘ এর দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী, নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণী এবং দলিল দস্তাবেজ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তার অফিসে বা সুবিধাজনক অন্য কোন স্থানে এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

১২। **ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র পরিদর্শন ও কপি প্রদান:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ঘ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২৮ অনুসারে উল্লিখিত সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ও বিবরণী ব্যয়ের রিটার্ন অফিস চলাকালীন সময়ে একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে। উল্লিখিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিলের কপি বা তার উদ্ধৃতাংশ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে তার অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা হবে।

১৩। **সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং জাল ভোটদান রোধকল্পে সহযোগিতা**: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দুর্নীতিমূলক অপরাধ, বেআইনী আচরণ, উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা পরিচয়ে ভোটদান, অপহরণ, বল প্রয়োগ কিংবা সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ, অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা প্রয়োগ, ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের চারশত গজের মধ্যে ক্যানভাস, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অবৈধ হস্তক্ষেপ, ভোটগ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি অনিয়মিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন মহল বা ব্যক্তি দ্বারা যাতে উল্লিখিত অপরাধমূলক কার্যকলাপ কোনক্রমেই সংঘটিত না হয়, সে উদ্দেশ্যে নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অনুরোধ জানাবেন। সে সাথে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭৩ হতে অনুচ্ছেদ ৮৭ পর্যন্ত বর্ণিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শাস্তির বিধান ও করণীয় রয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

১৪। বর্ণিতাবস্থার প্রেক্ষিতে নির্বাচনি ব্যয়, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাদি গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০/১২/২০২৩

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

মোঃ আতিয়ার রহমান
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৭৩

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিডএ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৯. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)

১০. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. আঞ্চলিকনির্বাচনকর্মকর্তা, ... (সকল)
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা[এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
১৭. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. ....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৩. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৯. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার......................... (সকল)
৩০. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)
৩১. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২০/৪২/২০২৬

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন:০২-৫৫০০৭৬১০

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রার্থীর আইনানুগ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২। **নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে-

(১) সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে তাঁর এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং তা এরূপভাবে বাতিল করা হলে অথবা নির্বাচনি এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে, উক্ত প্রার্থী তার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করতে পারবেন।

(৩) কোন নির্বাচনি এজেন্টকে নিয়োগদান করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনি এজেন্টের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদানের বিষয় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ না করলে তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট বলে গণ্য হবেন।

৩। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগঃ** আদেশের অনুচ্ছেদ ২২ অনুসারে-

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট, যে কোন সময় পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং এরূপভাবে বাতিল করা হলে বা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিজাইর্ডিং অফিসারকে তাৎক্ষনিক অবহিত করবেন।

৪। **নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ** একজন প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টকে আইনের বিধান অনুসারে অন্যান্য দায়িত্বসহ নিম্নে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবেঃ

- প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ০১ জন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন এবং তা লিখিত নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে জানাইবেন।
- ভোটকেন্দ্রে যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে তা খালি আছে কিনা, সে বিষয়ে নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিশ্চিত হবেন। তারা আরও নিশ্চিত হবেন যে, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি খালি অবস্থায় দেখানোর পর তা প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত উপায়ে সিল করেছেন। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট-এর দৃষ্টি সীমার মধ্যে স্থাপন করেছেন কিনা তাও লক্ষ্য করবেন। কোন নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কক্ষে অযথা ঘুরাফিরা করতে পারবেন না। পোলিং এজেন্ট অবশ্যই তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থেকে ভোটগ্রহণ কার্যাদি অবলোকন করবেন।
- কোন ভোটার যাতে একাধিকবার ভোট প্রদান না করতে পারেন, সে জন্য নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং এ লক্ষ্যে প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করবেন। নির্বাচনি এজেন্ট পোলিং এজেন্ট যে কোন ভোটারের নিকট প্রদত্ত ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সিলমোহর চিহ্ন ও স্বাক্ষর আছে কিনা তা যাচাই করেও দেখতে পারবেন।
- কোন ব্যক্তি ভোটদানের উদ্দেশ্যে যখন ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করবেন, তখন আবেদনকারীর পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে, পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন। ঐ ব্যক্তি এ ভোটকেন্দ্রে অথবা অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন অথবা যে ভোটারের নামে ভোট দিতে চান তিনি সে ব্যক্তি নন এ মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হলে তিনি আদালতে উক্ত অভিযোগ প্রমাণ করতে অঙ্গীকার করে আপত্তি উত্থাপনের জন্য নগদ ১০০/- (একশত) টাকা জমা দিবেন। অতঃপর প্রিজাইডং অফিসার ঐ ব্যক্তিকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করে আপত্তিকৃত ভোট সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- যদি কোন ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করে অবগত হন যে অন্য কোন ব্যক্তি ইতঃপূর্বে নিজেকে উক্ত ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করেছেন তাহলে তিনি অন্য যে কোন ভোটারের মত একই

পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার পাবেন। এ ব্যালট পেপার ''টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার'' নামে অভিহিত হবে। টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে না ফেলে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নং ফরম-১৪ তে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করবেন। অতঃপর চিহ্নিত ব্যালট পেপার প্যাকেট-৬ এ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার গণনা করা যাবে না।

- ভোটগ্রহণ কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর পরই নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনাকালে উপস্থিত থেকে ভোটগণনা অবলোকন করতে পারবেন। প্রিজাইডিং অফিসার বিধান অনুসারে ভোট গণনাকালে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খুলে সমস্ত ব্যালট পেপার হতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারগুলো পৃথক পৃথকভাবে রাখছেন কিনা তা অবলোকন করবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার আইনানুগভাবে ভোটগণনা কাজ সম্পন্ন করছেন কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। উল্লেখ্য, ভোট গণনা কক্ষে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ০১ জন করে পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবেন।

- প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী এবং কাগজাদি আদেশের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তুত করে নিম্নে বর্ণিত প্যাকেটগুলোতে রাখছেন কিনা তাও নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টগণ লক্ষ্য রাখবেন।

(১) প্যাকেট-১ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট

(২) প্যাকেট-২ গণনা থেকে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট

(৩) প্যাকেট-৩ প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট

(৪) প্যাকেট-৪ অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট

(৫) প্যাকেট-৫ বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট

(৬) প্যাকেট-৬ টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট

(৭) প্যাকেট-৭ ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহের প্যাকেটগুলো (প্যাকেট-৬) রাখার প্যাকেট

(৮) প্যাকেট-৮ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট

(৯) প্যাকেট-৯ চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট

(১০) প্যাকেট-১০ ব্যবহৃত ব্যাল্ট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট

(১১) প্যাকেট-১১ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট

(১২) প্যাকেট-১২ ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে বিবরণী

(১৩) প্যাকেট-১৩ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট

(১৪) প্যাকেট-১৪ ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট

(১৫) প্যাকেট-১৫ ব্যালট পেপারের হিসাব রাখার প্যাকেট

(১৬) প্যাকেট-১৬ বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট

(১৭) বিশেষ খাম ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম

- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোটগণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে তারা প্যাকেটের উপর তাদের স্বাক্ষর ও সিল সংযুক্ত করতে পারবেন। ভোটগণনার পর নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করতে পারবেন।

- প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত ফলাফলের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট পুনঃগণনার আবেদন করতে পারেন। তবে গণনার যৌক্তিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচি অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট উপস্থিত থেকে ফলাফল একত্রীকরণের কাজ অবলোকন করতে পারবেন।

- ফলাফল একত্রীকরণের পর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট প্যাকেট গুলোতে স্বাক্ষর বা সিলমোহর প্রদান করতে পারবেন এবং যদি চাহেন, তবে একীভূত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।

- পোলিং এজেন্টগণ ভোটকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।